Name of Study Area: Rural
Data type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 52:14 min.
ID: IDI_AMR305_HH_R_25 May 17
Demographic information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	25	Class-V	Caregiver	30,000 BDT	No	70 Years-Fmale	Tribe (Kuch)	Total=5; Child-1, Husband, Wife (Res.), Brother-in-law, Mother-in-law

প্রশ্নকর্তা: যেটা বলছিলাম আমরা এন্টিবায়োটিক নিয়ে কাজ করছি। এবার আপনার পরিচয়টা একটু দেন? আপনার নাম? আপনার এখানে কতজন একসাথে বসবাস করেন?– এগুলো একটু বলেন? আপনার পড়াশোন কতটুকু এবং বয়স কত?

উত্তরদাতা: বয়স আর কত হবে? ২৫/২৬ হবে।

প্রশ্নকর্তা: ২৫ বছর?

উত্তরদাতা: হু। ২৫ বছর।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে আপনার নামটা কি?

উত্তরদাতা: আমার নাম ...।

প্রশ্নকর্তা: ...। আচ্ছা। এরপরে আর কিছু আছে? পুরো নাম?

উত্তরদাতা: নেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। বয়স ২৫ এবং আপনার নাম হলো ...। পড়াশোনা কতটুকু?

উত্তরদাতা: পড়াশোনা ফাইভ।

প্রশ্নকর্তা: ফাইভ পাশ করেছিলেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার পরিবারে কতজন থাকেন এটা একটু বলেন?

উত্তরদাতা: আমার পরিবারে আমরা ৫ জন থাকি।

প্রশ্নকর্তা: ৫ জন। কে কে একটু বলেন?

উত্তরদাতা: আমার ছেলে আছে, স্বামী আছে, ভাসুর আছে, শ্বাশুড়ি আছে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। এই কত জন না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মুরুব্বির বয়স কত? আপনার শ্বাশুড়ির?

উত্তরদাতা: ৬০-৭০ বছর তো হবেই।

প্রশ্নকর্তা: ৭০ হবে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার পরিবারে ইনকাম করে কতজন?

উত্তরদাতা: আমার শ্বাশুড়িও করে, আমার স্বামী করে।

প্রশ্নকর্তা: ও, আপনার শাশুড়িও করে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আপনি বললেন আপনার ভাসুর আপনার সাথে থাকে, উনি আপনাদের সাথে একসাথে খায়?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: উনি কি ইনকাম করেন?

উত্তরদাতা: উনি ইনকাম করে। ইনকাম করলে কি হবে আমাকে দেয় না তো।

প্রশ্নকর্তা: দেয় না। আচ্ছা। তাও তো উনি ইনকাম করেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, করে।

প্রশ্নকর্তা: সব মিলে আপনাদের ইনকাম কত হবে? আপনার শাশুড়িও করেন, আপনার স্বামী করেন, আবার আপনার ভাসুরও করেন?

উত্তরদাতা: ৩০ (হাজার) তো পড়বোই মাসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এভাবে হিসাব করলে মাসে ৩০ হাজার পড়বে। এছাড়া গরু, ছাগল, হাঁস,মুরগী কি পালেন বাড়ির মধ্যে?

উত্তরদাতা: গরু আছে একটা

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: মুরগী আছে ২-৩ টা

প্রশ্নকর্তা: হু, ২-৩ টা?

উত্তরদাতা: বাচ্চা ফুটায়ছে এগুলো পরে আরো মেলা হইবো। (হাসি)

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর অন্য কিছু আছে? ছাগল বা এরকম কিছু?

উত্তরদাতা: না। ছাগল পালি না।

প্রশ্নকর্তা: ও, ছাগল পালেন না, শুধু একটা গরু পালেন।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার পরিবারে বাইরে থেকে এসে কি কেউ থাকে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কেউ থাকে না। এই বাড়িটা কি নিজেদের বাড়ি?

উত্তরদাতা: নিজেদের বাড়ি।

প্রশ্নকর্তা: এবার একটু আপনার বাড়িটা সর্ম্পকে বলেন? এটা দেখি মাটির ঘর, ওটা আবার টিনের ঘর দেখি। কোনটা কার বাড়ি এবং আপনারা কোনটাতে থাকেন?– এটা একটু আমাকে বলেন? এখানে একটা দেখি টিনের, এটা কিজন্য?

উত্তরদাতা: ওটাই গরু রাখি।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে গরু রাখেন। ওখানে?

উত্তরদাতা: ওখানে রান্না করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা বেড়া দেয়া, এখানে রান্না করেন। আর এটা?

উত্তরদাতা: এটাতে আমার শ্বাশুড়ি থাকে, ভাসুরও থাকে।

প্রশ্নকর্তা: ও শ্বাশুড়ি আর ভাসুর থাকেন। এটা হচ্ছে আপনার মাটির ঘর। এটা টিনের ঘর, এখানে?

উত্তরদাতা: এখানে আমরা থাকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো বাড়িতে আর কি কি জিনিসপত্র আছে? আসবাবপত্র?

উত্তরদাতা: আমরা গরিব মানুষ আমাদের আর কি কি থাকবে। (হাসি)

প্রশ্নকর্তা: ধরেন টেলিভিশন, ফ্রিজ এরকম কি কি আছে?

উত্তরদাতা: ফ্রিজ নেই, টেলিভিশন আছে।

প্রশ্নকর্তা: এরকম আর কি কি আছে? আলমারি বা অন্যকিছু?

উত্তরদাতা: সো'কেস আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম আর কি আছে? খাট-পালঙ্ক?

উত্তরদাতা: খাট নাই চৌকি আছে। আমরা গরিব মানুষ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তারমানে আপনার বাড়িতে এগুলো আছে। আর খাওয়ার পানি কোথা থেকে খান?

উত্তরদাতা: এই যে এই জায়গা থেকে, অন্যবাড়ি।

প্রশ্নকর্তা: ও! ওই যে, ওই টিউবওয়েলটা না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সেটা অন্য বাড়ির?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে ওখান থেকে কতজনে খায়?

উত্তরদাতা: দুই পরিবারে।

প্রশ্নকর্তা: দুই পরিবার। অন্যান্য কাজে লাগে যেমন-রান্না করতে পানি লাগে, কাপড় ধোয়ার জন্য পানি লাগে, গোসল করতে লাগে, গরুকে গোসল করাতে লাগে– এরকম কাজগুলো করতে গিয়ে আপনি পানি কোথা থেকে ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা: গরুতো নদীতে ধোয়ায়

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: আর খাওয়ার পানি আনি টিউবওয়েলের থেকে, ওখান থেকে রান্না করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ওখান থেকে গরুকে খাওয়ায়,

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর গোসল?

উত্তরদাতা: টিউবওয়েল থেকে করাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, শুধু গরুকে গোসলের জন্য নদীতে নিয়ে যান। আর লেট্রিনের ব্যবস্থা আছে?

----------৫:০৯ মিনিট

উত্তরদাতা: হু, আছে।

প্রশ্নকর্তা: লেট্রিন কোনটা?

উত্তরদাতা: এই যে পাশে।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি আপনাদের নাকি টিউবওয়েলের মত অন্য কেউ ব্যবহার করে?

উত্তরদাতা: না আমাদের শুধু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। শুধু আপনাদের, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ওটা কি গর্ত করে উপরে স্লাব বসানো? আর পানি উপরে থাকে?

উত্তরদাতা: না পানি থাকে না, পাকা করা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। পাকা। আচ্ছা, টিউবওয়েলটা কি ডীপ টিউবওয়েল? কিরকম টিউবওয়েল ওটা?

উত্তরদাতা: না ওটা মোটর সিস্টেম না।

প্রশ্নকর্তা: গভীর নলকূপ কিনা? কিছু আছে গভীর নলকূপ ৭০-৮০ ফুট গভীর করে করা হয়।

উত্তরদাতা: এটা তো গভীর করে নাই।

প্রশ্নকর্তা: আপনার পরিবারের মধ্যে আছেন আপনারা ৩ জন আর উনারা ২ জন, এই ৩ আর ২ জন মিলে আপনারা হলেন ৫ জন। এই ৫ জনের সবাই কি এখন ভাল আছেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, সবাই ভাল আছি। আমার শ্বাশুড়ির শুধু একটু ব্যথা,

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর কোন সমস্যা? এই ৫ জনের মধ্যে আর কোন ধরণের অসুখ-বিসুখ আছে?

উত্তরদাতা: অসুখ, অসুখের মধ্যে গ্যাস্টিক আছে,

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ।

উত্তরদাতা: সবাই আছে। খালি আমার শাশুড়ির নাই আর আমার ভাসুরের নেই আর আমার পোলার নাই। (হাসতে হাসতে) আমাদের দুই জনেরই আছে।

প্রশ্নকর্তা: এই ধরণের পরিবারের মধ্যে অসুখ-বিসুখ হলে দেখাশোনাকে করে? মানে দেখাশোনা বলতে কি ধরেন, একজন অসুস্থ হয়ে গেছে, তাকে খাওয়ানো বা তারভাগের কাজগুলো করে দেয়া, বা তাকে একটু মনে করাই দেয়া ঔষধ খাওয়ার কথা– এইগুলো কে করে?

উত্তরদাতা: আমারই করা লাগে, আর কে করবে।

প্রশ্নকর্তা: আপনারই করা লাগে। আচ্ছা, এই গরুর দেখাশোনা কে করে?

উত্তরদাতা: আমি করি।

প্রশ্নকর্তা: সবই আপনি করেন মনে হচ্ছে আপনার পরিবারের মধ্যে। পরিবারের দেখাশোনার কাজগুলো আপনার?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এই যে বললেন আপনাদের শুধু দুইজনের আপনার এবং ভাইয়ের গ্যাস্টিক আছে। এছাড়া অন্য কোন অসুখ-বিসুখ আছে?

উত্তরদাতা: না, আর কোন অসুখ-বিসুখ নেই, খালি গ্যাস্টিকই আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন যদি আপনার শাশুড়ি বা আপনার ভাসুর, আপনার ছেলে বা আপনি নিজে যখন অসুস্থ হয়ে যান? আপনারা বিভিন্ন কাজ তো করেন প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে যখন অসুস্থ হন তখন বিষয়গুলো কিভাবে বুঝতে পারেন? আপনি তো তাদের দেখাশোন করতেছেন তো ওরা যখন অসুস্থ হয় সেটা কিভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হলে শুয়ে থাকে, তো বুঝা যায় যে ও অসুস্থ বা জ্বর আসছে,

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: তখন দেখে জিজ্ঞাস করি, সে তখন বলে। এটাই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: বললে পরে ডাক্তারের থেকে ঔষধ আনি, এনে খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কোন ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ এনে খাওয়ান?

উত্তরদাতা: গ্রামের ডাক্তার ওই যে পাশের গ্রামে যায়।

প্রশ্নকর্তা: পাশের গ্রাম। আচ্ছা। তারমানে এইদিকের লোকজন সব কি ওইদিকে যায় তাহলে? এই গ্রাম কি পাশে হয় আপনাদের এখান থেকে?

উত্তরদাতা: হু। পাশের গ্রামই যায় বেশি।

প্রশ্নকর্তা: কেন? পাশের গ্রামে কেন যান আরকি?

উত্তরদাতা: ডাক্তার ভাল ঔষধ দেয় ভাল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। পাশের গ্রামের যে ডাক্তারের কাছে যান ওই ডাক্তারের নাম কি?

উত্তরদাতা: ডা:৩।

প্রশ্নকর্তা: সে কিরকম ডাক্তার? সে কি এমবিবিএস ডাক্তার? তার কাছে কি সিরিয়াল দিয়ে, ভিজিট দিয়ে দেখাতে হয়?

উত্তরদাতা: না না।

প্রশ্নকর্তা: হয় না। কি রকম ডাক্তার? তার সর্ম্পকে একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: তার সর্ম্পকে কিভাবে বলবো, সবাই তার কাছে যায়, এছাড়া তার ঔষধ খেয়ে অনেকে ভাল হয়,

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: তার কাছেই যায় আমরা। আর ওর ঔষধ খেলে আমরা ভাল হই তাড়াতাড়ি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এরকম আপনারা যখন হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যান, হঠাৎ করে বাড়ির মধ্যে থাকতে থাকতে কেউ একজন অসুস্থ হয়ে গেলেন, তখন সবার আগে কোথায় যান?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হয়ে গেলে তারে নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি যায়।

প্রশ্নকর্তা: ও! অসুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি যান। কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতা: ডা:৩।

প্রশ্নকর্তা: ডা:৩'র কাছে এখান থেকে যেতে কতক্ষণ লাগে? পাশের গ্রাম?

উত্তরদাতা: যেতে তো হেঁটে গেলে প্রায় এক ঘন্টা লাগে, আর গাড়িতে যায় ১০-২০ মিনিট লাগে।

প্রশ্নকর্তা: ২০ মিনিটে যাওয়া যায়। ও, ভাড়া কেমন?

উত্তরদাতা: মোটরসাইকেল ভাড়া করলে ১৫০-১০০ টাকা নেয় আপ-ডাউন।

প্রশ্নকর্তা: হু।

----------১০:০০ মিনিট

উত্তরদাতা: ওখানে গিয়ে ডাক্তারের ওখানে দাঁড়ায় রাখি, (হাসি) বলি আমাকে নিয়ে যাবেন আর নিয়ে আসবেন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এখান থেকে বলে যায় তাকে, সে নিয়ে যায় আর নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তা: ও, তো এরকম আপনারা কিধরণের যানবাহন বেশি ব্যবহার করেন? এই ধরণের অসুস্থ হলে? বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে বা ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হলে মোটরসাইকেল বেশি ব্যবহার করেন নাকি অন্য কোন যানবাহন?

উত্তরদাতা: মোটরসাইকেল বেশি করি, এছাড়া মনে করো অটো আছে, অটোতেও যায়।

প্রশ্নকর্তা: কোনটাতে বেশি যান?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ মোটরসাইকেলেই যায়।

প্রশ্নকর্তা: কেন মোটরসাইকেলে বেশি যান?

উত্তরদাতা: তাড়াতাড়ি হয় যাওয়া।

প্রশ্নকর্তা: আমি আসার সময় দেখলাম বাজার একটা ওই পুকুরপাড় থেকে যান আপনারা?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওখানে তো অটো কম দেখলাম? ভেন না আছে দেখলাম?

উত্তরদাতা: অটোও থাকে।

প্রশ্নকর্তা: অটোও থাকে। মানে সব সময় কি গাড়ি পাওয়া যায় এখানে?

উত্তরদাতা: সব সময় পাওয়া যায়। অটো না থাকলেও মোটরসাইকেল পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এজন্য আপনারা কি মোটরসাইকেল বেশি ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, দাম তো মনে হয় মোটরসাইকেলে একটু বেশিই পড়ে?

উত্তরদাতা: পড়লে কি হবে? তাড়াতাড়ি তো যাওয়া যায় আর তাড়াতাড়ি আসা যায়, অসুস্থ মানুষ নিয়ে তো আর অতো আস্তে আস্তে যাওয়া যায় না। আমাদের মনে করেন সুবিধা হয় মোটরসাইকেলে গেলে, বাড়ির কাছে থেকে যাওয়া যায়,

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: আমি যেমন আজ ডাক্তারের বাড়ি গেলাম আমার কাজ তো আর অন্য মানুষ করে দিবে না,

প্রশ্নকর্তা: না

উত্তরদাতা: আমাকেই এসে করা লাগবে, তাহলে আমার সুবিধা হলো না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: এই জন্যই মোটরসাইকেলে যাওয়া ভাল, তাড়াতাড়ি হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এটা একটু বলেন, যখন আপনি ডা:৩'র কাছে যান, এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় পরিবার থেকে?

উত্তরদাতা: আমি নিই। এখন সবাই যদি অসুস্থ হয়, তাহলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া লাগবে, না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: তখন আমি নিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। আর অন্য কেউ অসুস্থ হলে?

উত্তরদাতা: অন্য কেউ অসুস্থ হলে ওরাই যায়, টাকা দিয়ে দিই, গাড়িতে উঠায় দিই, ওরা যায় আবার সেই গাড়িতেই চলে আসে।

প্রশ্নকর্তা: মানে এগুলোর দেখাশোনা সব আপনাকেই করতে হয়?

উত্তরদাতা: হু। মানে বাড়ির কাজ আমাকেই সব করতে হয়, তারা তো আর বাড়িতে থাকে না। সকালে খেয়ে যায় সন্ধ্যায় আসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই মাঝখানে তো কেউ অসুস্থ হইতেই পাড়ে?

উত্তরদাতা: হু। অসুস্থ হলে ডাক্তারকে ফোন করি। আবার আমি যদি না যেতে পারি আমার স্বামীকে ফোন করি, আমার স্বামী ওদিক থেকে নিয়ে আসে ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনাদের এই বাজারে ঔষধের দোকান বা ডাক্তার আছে নাকি?

উত্তরদাতা: আছেই, কিন্তু তারটা কাজ হয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কাজ হয় না। কি নাম এই ডাক্তারের?

উত্তরদাতা: এর নাম হলো ডা:৪ ।

প্রশ্নকর্তা: ডা:৪ কি এমবিবিএস ডাক্তার? ভিজিট দিয়ে দেখানো লাগে?

উত্তরদাতা: না, এমনি ।

প্রশ্নকর্তা: দোকান আছে তার?

উত্তরদাতা: দোকান আছে, নিজস্ব দোকান ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে সে নিজে দোকান দিয়েছে আবার ডাক্তারিও করে?

উত্তরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু তার কাছে আপনারা যান, না?

উত্তরদাতা: তার কাছে যায় না । তার ঔষধ কোনটা কাজে লাগে সেটা হলো গ্যাস্টিকের ঔষধ, ওটাই বেশি বিক্রি হয় । তাছাড়া অন্যান্য ঔষধ বিক্রি করলেও কম বিক্রি হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো কোন ধরণের অসুখ হলে আপনারা ওই ডা:৩'র কাছে যান? কি কি ধরণের অসুখ হলে এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: আমরা সব অসুখ হলেই যায় । মনে করেন যে, কালা জ্বর হয় কত মানুষের, কালা জ্বর হয়, কত ডাইবেটিস হয়, কত কত ধরণের রোগ আছে, না?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উত্তরদাতা: সেরকম সব রোগেরই চিকিৎসা করে ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, সব রোগেই করে, আর একটা বললেন যে কালা জ্বর, আর একটা বললেন ডাইবেটিস, আরো কি কি ধরণের রোগের চিকিৎসা দেয় সে?

উত্তরদাতা: যেমন জন্ডিস হলেও ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দেয়,

প্রশ্নকর্তা: ওখানে কি পরীক্ষাও করে?

উত্তরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এরকম আর কি?

উত্তরদাতা: সব অসুখেই চিকিৎসা করে ওই ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে যে কোন ধরণের সমস্যা হলেই আপনারা ওখানে যান?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ । তার কাছেই যায় আমরা আর না গেলেও আমরা তাকে বলি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, মোবাইলে কিভাবে বলেন?

উত্তরদাতা: বলে আসেন, আর না যেতে পারলে ঔষধ বলে দেয় । যে এই ঔষধ খান ওই ঔষধ খান, আর আমরা এনে এনে খায় ।

প্রশ্নকর্তা: যে ঔষধগুলো বলে সেগুলোই নিয়ে আসেন নাকি যতদিনের বলে ততদিনের নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: হু, সেগুলো ছাড়া আমরা আর আনি না। আর আনলে তার কাছ থেকে আনি।

প্রশ্নকর্তা: অন্য কোন দোকান থেকে না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: যদি ধরেন কোন ঔষধের দরকার পড়লো হঠাৎ করে?

উত্তরদাতা: আর যদি না যেতে পারি তাহলে অন্য ডাক্তারের থেকে নিয়ে আসি। এনে তাও দেখলাম যে অসুখ ছাড়ে না তারপরে তার কাছে নিয়ে যায়।

----------১৫:১৪ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: এখন তো আমার মনে হচ্ছে পাশের গ্রামের ওই ডা:৩ অনেক ভালো মনে হয়?

উত্তরদাতা: হু, এমনি ভালোই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ভিজিট কত নেয়?

উত্তরদাতা: ভিজিট তেমন নেয় না, আমরা মনে করেন গরিব মানুষ আমাদের থেকে কমই নেয়। সেও মনে করেন গরিব মানুষ।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: তার কাছ থেকে আমরা কমেই ঔষধ নিয়ে আসতে পারি।

প্রশ্নকর্তা: কমে ঔষধ আনতে পারেন?

উত্তরদাতা: হু। মানে যে জায়গায় ঔষধের দাম মনে করেন ৫০০ টাকা–৬০০ টাকা হলো, সেগুলো মনে করেন ৫৫০টাকা দিয়ে আনলাম, ৫০ টাকা কম দিলাম বা ১০০ টাকা কম দিলাম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এজন্য আপনারা আর অন্য কোন ডাক্তারের কাছে যান না শুধু উনার কাছেই যান?

উত্তরদাতা: হু, উনার কাছেই যায়। তাছাড়া হঠাৎ আমার কাছে টাকা থাকলো না তখন তার কাছে নিয়ে গেলাম, বললাম দাদা টাকা নাই তখন সে বলে অসুবিধা নেই, নিয়ে যাও পরে দিয়ে দিও।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। বাকিতে?

উত্তরদাতা: হু। বাকিতে।

প্রশ্নকর্তা: এরকম উনার কাছে আর কি কি ধরণের ঔষধ পাওয়া যায়? ধরেন খুব দামী ঔষধ বা ওই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ পাওয়া যায় কিনা?

উত্তরদাতা: এগুলো পাওয়া যায় কিনা না তো বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: উনি কি এন্টিবায়োটিক ঔষধও দেয়? এই যে বললেন, জ্বর জন্ডিস হলে বললেন ওগুলোও ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তো তখন কি এন্টিবায়োটিক ঔষধও দেয়? পাওয়ারের ঔষধগুলো?

উত্তরদাতা: হু। আগে মনে করেন কম পাওয়ারের ঔষধ দেয় যদি মনে করেন না ছাড়ে তখন বেশি পাওয়ারের ঔষধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা একটু বলেন, কোন একটা ঘটনা যেটা আপনার সাথে ঘটছে, এটা একটু মনে করে দেখেন সর্বশেষ আপনি তার কাছে কখন গেছিলেন? বা কোন অসুবিধার জন্য বা কোন রোগের জন্য কোন ঔষধটা কিনতে গেছিলেন? গত ৬ মাসের মধ্যে চিন্তা করে দেখেন?

উত্তরদাতা: ৬ মাসের মধ্যে... গ্যাস্টিকের ঔষধই তো আনা লাগছে।

প্রশ্নকর্তা: গ্যাস্টিকের ছাড়া ধরেন জ্বর বা ডাইরিয়া, স্বর্দি-কাশি এগুলোর জন্য?

উত্তরদাতা: না এগুলোর জন্য আনি নাই, শুধু গ্যাস্টিকের জন্য আনছি।

প্রশ্নকর্তা: এটা ছিলো গত ৬ মাসের। এবার একটু মনে করে দেখেন তার আগেরটা আর কোন ঔষধের জন্য গেছিলেন? বা কোন রোগের জন্য দেখাতে গেছিলেন?

উত্তরদাতা: তার আগে কোন অসুস্থটা ছিলো না।

প্রশ্নকর্তা: ওই যে বললেন ডা:৩'র কাছে যান। একটা ঘটনা বলেন ডা:৩'র কাছে গেছিলেন কোন একটা অসুখের জন্য? আপনার ছেলে ছোট থাকতে গেছিলেন বা এরকম কোন ঘটনা?

উত্তরদাতা: এত মনে থাকে না।

প্রশ্নকর্তা: যেহেতু বলতেছেন ডা:৩ অনেক ভালো তাই আমিও একটু শুনতে চাইতেছি উনি আসলে কিভাবে কিভাবে আপনাদের সাহায্য করেছেন? কোন একটা ঘটনা, যেটা আপনার সাথে ঘটছে? ঘটনা বলতে কি, ধরেন, বাড়িতে কেউ একজন অসুস্থ হলো বা আপনি অসুস্থ হলেন বা আপনার স্বামী অসুস্থ হইছে, তারপরে আপনারা ওখানে গেছিলেন, ভাল চিকিৎসা দিয়েছে বা ঔষধ দিয়েছিলো – এই বিষয়গুলো জানতে চাইতেছি, এরকম কোন ঘটনা যদি মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা: একবার হইছিলো, নয়নের বাপের, টাইফয়েদ জ্বর হইছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা কত বছর আগে?

উত্তরদাতা: খুব বেশি না মানে এক বছর হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওটার চিকিৎসা কিভাবে করেছিলেন এটা একটু বলেন?

উত্তরদাতা: ওটার চিকিৎসা ভালোই করেছিলো। ইনজেকশন দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কখন ডা:৩'র কাছে গেছিলেন? শুরুতে নাকি শেষের দিকে গেছিলেন? কখন গেছিলেন এবং কি কি দিয়েছিলো? যতগুলো মনে করতে পারেন?

উত্তরদাতা: শুরুতেই গেছি, মনে করেন অসুস্থ হইছে আর তারপরে গেছি। নিয়ে গেছি আর একবারে জ্বরের ঔষধ দিয়েছে, জ্বর থামে না, কেঁপে কেঁপে জ্বর উঠে। পরে ডাক্তারের কাছে বললাম, দাদা এরকম এরকম সমস্যা, এটা কি করবেন? বললো, নিয়ে আসেন।

পরে নিয়ে গেছি, পরে রক্ত পরীক্ষা করে এটা ধরা পড়েছে। তাই পরে ঔষধ দিয়েছে এবং পড়ে ওই ইনজেকশন দিয়েছিলো, পরে ভাল হয়েগেছিলো।

----------২০:০৬ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কতদিন পরে ভাল হয়েগেছে?

উত্তরদাতা: পরে এক সপ্তাহ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ঔষধ কত দিনের জন্য দিয়েছিলো? কত প্রকারের এবং কতদিনের?

উত্তরদাতা: ঔষধ দিয়েছিলো ৪-৫ দিনের

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আর?

উত্তরদাতা: ঔষধ ৫-৬ ধরণের দিয়েছিলো।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো কত টাকার হবে? এগুলো সব কি একসাথে কিনেছিলেন নাকি ভাগ ভাগ করে কিনেছিলেন?

উত্তরদাতা: এক সাথেই কিনেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: টাকা কত লাগছিলো?

উত্তরদাতা: টাকা ৭শ-৮শ মত লাগছে।

প্রশ্নকর্তা: পরীক্ষাগুলোসহ নাকি পরীক্ষা বাদে?

উত্তরদাতা: হু, পরীক্ষাসহ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ডা:৩'র দোকানে পরীক্ষাও করাই তাহলে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: কি কি পরীক্ষা করাই উনি?

উত্তরদাতা: রক্ত পরীক্ষা করে, পরীক্ষা করে জানায় আর না হলে রক্ত দিয়ে নেয় তখন আমার আর বসে থাকি না আমরা এসে পড়ি, পরে আবার ফোন করে শুনি। পরে বলে যে, এমন এমন সমস্যা। আমরা তারকাছে গিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করি। আর না দিতে পারলে সে বলে দেয় যে, পাশের এক শহরে যান।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে কি উনি টাইফয়েদ রোগেরও চিকিৎসা দেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: উনি কি মানে গ্রাম্য ডাক্তার বলে উনাকে নাকি বড় এমবিবিএস ডাক্তার বলে?

উত্তরদাতা: গ্রামীন ডাক্তারই বলে।

প্রশ্নকর্তা: গ্রামীন ডাক্তারই বলে। তাহলে তো উনি অনেক ভাল মনে হচ্ছে?

উত্তরদাতা: হু, এমনি ভালোই ডাক্তার হিসাবে।

প্রশ্নকর্তা: তো উনার কাছে এই ধরনের চিকিৎসা নিয়ে আপনার কেমন লাগছে? ভাল লাগছে নাকি ...কেমন লাগছে?

উত্তরদাতা: ভালোই লাগে। তার কাছ থেকে ঔষধ মনে কর অসুখ হলে পরে তার থেকে ঔষধ খেলে মনে কর দুই দিনেই সুস্থ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ঔষধ কি তাহলে দুই দিন খেলে হয়? বেশি দিন খাওয়া লাগে না?

উত্তরদাতা: দেয় ঔষধ মনে কর আমরাই ঔষধ খায় না। ঔষধ তো দেয়, মনে কর ৫-৬টা করে ঔষধ দিয়ে দেয়। আর মনে কর, কমে গেলো, পরে সেটা আর খায় না, রেখে দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। রেখে দেন? কেন রেখে দেন?

উত্তরদাতা: পরবর্তীতে মনে কর আবার জ্বর আসলো পরে খাওয়া যায়, পরে আর যাওয়া লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: সেটাই খায় আমি।

প্রশ্নকর্তা: তো এরকম ঔষধ কত দিন রেখে দেন?

উত্তরদাতা: মনে করেন রেখে দিই একমাসের মত রেখে দিই। তারপরে যদি ইয়ে হয় তখন ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: হু। ফেলে দেন কেন?

উত্তরদাতা: নষ্ট যদি হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: নষ্ট যে হয় সেটা কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা: ওইযে মেয়াদ পুরায় যায় কিছু ঔষধের।

প্রশ্নকর্তা: ঔষধের মেয়াদ পুরায় যায়?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: মেয়াদ কি লিখা থাকে ঔষধে?

উত্তরদাতা: থাকেই তো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো এরকম এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলতে কিবুঝায় এটা কি জানেন? এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কিজন্য লাগে বা কেন ডাক্তার দেয় এটা?

উত্তরদাতা: এখন কেন যে ডাক্তার দেয় সেটা বলতে পারিনা।

প্রশ্নকর্তা: মানে কোন রোগের জন্য দেয়?

উত্তরদাতা: মনে করেন রোগ যেটা থাকবে সেটারই তো ঔষধ দিবে। অন্য রোগের ঔষধ তো আর দিবে না। মানে আমার যদি একটা রোগ হলো পরে যদি আর একটার ঔষধ দিয়ে দিলো তাহলো তো আর কাজ হলো না।

প্রশ্নকর্তা: না।

উত্তরদাতা: সে হিসাবে মনে করেন, যে অসুখ হবে সে রোগের ঔষধ দিয়ে দিবে।

প্রশ্নকর্তা: এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধের নাম বলছি, এই এন্টিবায়োটিকের নাম শুনেছেন?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলে এরকম কোন কিছু শুনেছেন কি না?

উত্তরদাতা: না না।

প্রশ্নকর্তা: শুনেন নাই?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন পাওয়ারের ঔষধ বলে বা দামী ঔষধ বলে অনেক সময় এরকম কিছু শুনেছেন?

উত্তরদাতা: পাওয়ারের ঔষধ তো দেয়ই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, পাওয়ারের ঔষধ দেয়। তো এই পাওয়ারের ঔষধগুলো কিজন্য ডাক্তার দেয় বা কোন রোগ হলে কোন সময় দেয়?

উত্তরদাতা: কত পাওয়ারের ঔষধ দেয়, না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: রোগ না ছাড়ালে দেয়, না?

প্রশ্নকর্তা: হু। ডাক্তারই তো পাওয়ারের ঔষধ দেয়, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন পাওয়ারের ঔষধগুলো কোন কোন রোগের জন্য দেয় বা কিরকম ঔষধ দেয়? এই পাওয়ারের ঔষধ সর্ম্পকে আপনার যা যা ধারণা আছে বা শুনেছেন এগুলো সর্ম্পকে একটু বলেন? এটা কিরকম ঔষধ? বা আপনারা কিভাবে জানেন?

উত্তরদাতা: এটা এখন কি বলবো আমি...

----------২৫:০০ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা দিদি, আপনি যেটা বলছিলেন এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ বা পাওয়ারের ঔষধ বা দামী ঔষধ বিভিন্ন ভাবেই তো বলে না এগুলো আপনারা কিভাবে জানেন? অনেকে হয়তো এন্টিবায়োটিক নামে জানে, অনেকে হয়তো পাওয়ারের ঔষধ বলেই জানে, আবার অনেকে দামী ঔষধ বললে বুঝে যায় সেটা কি ঔষধ– তো এরকম আপনারা যেটা বলেন সেটা একটু বলেন?

উত্তরদাতা: ডাক্তারকে বলি আমাকে ভাল ঔষধ দেন যেন বারে বারে না আসা লাগে

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ বলেন?

উত্তরদাতা: ডাক্তারকে বলি আমাকে ভাল ঔষধ দেন যেন আমাকে আর পরবর্তীতে আসা না লাগে, বারে বারে আসা-যাওয়া খরচ হয় বেশি, আমাদের ডাবল খরচ। পরে ডাক্তারকে বুঝায় দিয়ে দেয় ভাল ঔষধই দিয়ে দেয় পাওয়ারের ঔষধ। আমরা ডাক্তারকে বলি যে এই ঔষধ খেলে কি ছাড়বে? সে বলে হ্যাঁ ছাড়বে। যদি না ছাড়ে তাহলে আবার আমার কাছে আসবা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। এই পাওয়ারের ঔষধগুলো কিভাবে খেতে হয়? কতদিনের দেয় এই ঔষধগুলো?

উত্তরদাতা: কতদিনের দিয়ে মনে করেন ৪-৫ দিন।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: ৪-৫ দিন খেলে মনে করেন এটা ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে ভাল হয়। আচ্ছা। তাহলে কি শুধু ৪-৫ দিনের জন্যই দেয়?

উত্তরদাতা: হু। তারপরে মনে করেন ৪-৫ দিনের জন্য দিয়ে দেয় এরপরেও যদি না ছাড়ে পরে আবার ডাক্তারকে ফোন করি তখন বলে যে, এসে নিয়ে যান ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তখন কি আবার একই ঔষধ নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: পরে আবার অন্য ঔষধ দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তখন কি দামের কোন পার্থক্য থাকে?

উত্তরদাতা: দামে আছে কোনটা ১৫ টাকা কোনটা ২০ টাকা, ৩০ টাকা, ৩৫ টাকা– এরকম আছে। আবার কিছু কিছু ঔষধ আছে মনে করেন ৫০ টাকাও আছে।

প্রশ্নকর্তা: তাই?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: তো এরকম আপনাদের পরিবারের কারোর খাওয়া লাগছিলো এরকম ৫০ টাকার ঔষধ?

উত্তরদাতা: ৫০ টাকার ঔষধ আমরা এখনো কেউ খায় নি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: মনে করেন ১৫ টাকা– এরকম ঔষধ খায়ছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার কি মনে হয় এই ১৫ টাকার বা ৫০ টাকার ঔষধ দামের পার্থক্য আছে তো এরকম দামের সাথে সাথে গুণেরও কি পার্থক্য আছে?

উত্তরদাতা: গুণ তো আছে। মনে করেন ১৫ টাকার ঔষধ খায়লে যদি তাড়াতাড়ি ভাল হয় তাহলে বলেন গুণ, নাই?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: গুণ তো আছে। মনে করেন ২ টাকা, ৪ টাকা, ৫ টাকার ঔষধ খায়ে যদি না ছাড়ে আর ১৫ টাকার ঔষধ খেলে যদি ছাড়ে এটার তো গুণ আছেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: মনে করেন দুই দিনে যদি তার জ্বর ভাল হয়ে যায় তাহলে তো বলা যায় গুণ তো আছেই ১৫ টাকার ঔষধে।

প্রশ্নকর্তা: হু। তো দুই দিনে অসুখটা ভাল হয়ে গেলে তো আর আপনারা মানে আপনি বলতেছেন আর খান না।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: তখন কি আপনি ৪-৫ দিনের ঔষধ একসাথে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: না, এতগুলো তো নিয়ে আসি না, মনে করেন আমার যা দরকার লাগে ততগুলো নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে শুরুতেই কতদিনের নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: শুরুতে মনে করেন ২-৪ টা নিয়ে আসি।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: ওই ২-৪ টা খাওয়া হলে দেখলাম যে জ্বর ছেড়ে গেলো তাহলে আর আনি না আমি।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: জ্বর তো ছেড়েই যায়।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: পরে আর জ্বর আসে না।

প্রশ্নকর্তা: আর যদি জ্বর তাও ভাল না হয়?

উত্তরদাতা: জ্বর ভাল না হলে ডাক্তারকে বলি, এটা কেমন ঔষধ দিছেন জ্বর তো ছাড়ে না।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আপনি তো সব ঔষধ খান নাই মাত্র দুই দিন খায়ছেন?

উত্তরদাতা: না যেটা মনে করেন আমার শরীরে যদি জ্বর থাকলো তাহলে মনে করেন সবগুলো খায় আর যদি মনে করেন জ্বর না থাকলো তাহলে আর খায় না। পরবর্তীতে অসুখ তো ভালোই হইলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো এরকম কি কখনো হইছে যে ৫-৭ দিনের ঔষধ দিয়েছে আর আপনার ২ দিনের গ্প গেছে? দুই দিন কোন কারণে আপনি আনতে পারেন নাই, দুই দিন পরে আবার খায়ছেন এরকম কি হয়?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: এরকম হয় না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: একসাথেই ঔষধ খাওয়া হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: হু। মনে করেন দরকারি ছাড়া আমরা তো আর কোন ঔষধ নিয়ে আসি না। আমরা মাপমত ঔষধ আনি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর যদি বেশি হয়ে যায় তখন... এর মধ্যে ঔষধ খেতে ভাল হয়ে গেলে ঔষধগুলো রেখে দেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: পরবর্তীতে খাওয়ার জন্য? তো এরকম কি দামী ঔষধগুলোও রেখে দেন খাওয়ার জন্য?

উত্তরদাতা: না, দামী ঔষধ মনে করেন সে বেশি দেয় না। কমই দেয়।

প্রশ্নকর্তা: কম দেয়। কত দিনের জন্য দামী ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা: দামী ঔষধ মনে কর ২-৩ টা দিয়ে দেয়। আর মনে কর কম দামের ঔষধই বেশি দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। যখন দামী ঔষধ দেয়, এই দামী ঔষধগুলো কেনার জন্য কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে? ওই যে ডাক্তার একটা কাগজে লিখে দেয় না –এরকম ঔষধের নাম, রোগের নাম, আপনার নাম, বয়স লিখে। এরকম কি কোন কাগজ দেখানো লাগে ওইযে পাওয়ারের ঔষধ বা দামী ঔষধ কেনার জন্য?

উত্তরদাতা: না না, সেই ডাক্তারই দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: সে কি কোন কাগজে লিখে দেয় ঔষধের নাম?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে কিভাবে ঔষধ খেতে হবে সেটা কিভাবে বুঝেন বা মনে থাকে কিভাবে?

উত্তরদাতা: সেই বলে দেয় এটা একবেলা খাবেন, এটা দুইবেলা খাবেন, এটা দিনবেলা খাবেন বা এটা খাওয়ার আগে খাবেন বা খাওয়ার পরে খাবেন। আবার ডাক্তার ঔষধ কেটেও দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, কেটেও দেয়।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে সেটা করে?

উত্তরদাতা: ঔষধের মধ্যে কেটে দেয়, খাপের মধ্যে কেটে দেয়, আর খাপের মধ্যে লিখে দেয় এটা এইবেলা খাবেন, এই ওইবেলা খাবেন না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: খাওয়ার আগে খাবেন বা খাওয়ার পরে খাবেন এভাবে লিখে দেয়।

----------৩০:০০ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: ওটা তো লিখে দেয়, মুখেও কি বলে?

উত্তরদাতা: হু। মুখে মুখেও বলে দেয়। আর যদি আমাদের মনে না থাকে তাহলে আমরা ওর কাছ থেকে মোবাইল করে জানি। দাদা যে ঔষধ দিয়েছেন কোনটা কোন বেলা খেতে হবে বললে সে বলে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মনে হচ্ছে সে আপনাদের অনেক দিনের পরিচিত।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: এরকম কখনো কি মনে হয়েছে দামী ঔষধ খেয়ে, এন্টিবায়োটিক যেটা বলছি পাওয়ারের ঔষধ বা দামী ঔষধ খেয়ে আপনার কখনো কি মনে হয়েছে যে দামের তুলনায় ঔষধ খেয়ে আমার অসুখের জন্য ঠিকভাবে কাজ করে নাই? – এরকম কখনো কি মনে হয়েছে?

উত্তরদাতা: না, আমরা ওর দামী ঔষধ খেয়ে ভাল হইছি। কোনদিন ওরকম কিছু সমস্যা হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম কিছু কি মনে করতে পারেন সর্বশেষ কবে দামী ঔষধ খাওয়াইছেন? পরিবারের মধ্যে যে কারোর বা নিজের?

উত্তরদাতা: না আমি পরিবারের মধ্যে দামী ঔষধ খাওয়ায় নাই এই ২-৩ বছরের মধ্যে হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ২-৩ বছরের মধ্যে খাওয়ান নি। তাহলে কি ২-৩ বছর আগে খাওয়ানো হয়েছে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: কার জন্য?

উত্তরদাতা: আমার স্বামীর।

প্রশ্নকর্তা: স্বামীর। কি অসুখ?

উত্তরদাতা: ওই টাইফয়েদ জ্বর ছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর বাচ্চা ছোট থাকতে বাচ্চার জন্যও কি কোন ঔষধ লাগেনি?

উত্তরদাতা: বাচ্চার ঔষধ দিয়েছে মনে করেন নাপা সিরাপ দিয়েছে, না হলে ফাইমক্সিল সিরাপ দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: ফাইমক্সিল সিরাপ দিয়েছে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: ওই ফাইমক্সিল সিরাপের দাম কত?

উত্তরদাতা: ছোটটা আছে ৩৫ টাকা নেয়, আর বড়টা ৫৫ টাকা নেয়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে নাপা সিরাপের থেকে তো সেটা মনে হয় একটু বেশি দাম নাকি?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তো ওরকম বেশি দামী ঔষধটা ফাইমক্সিল যেটা আপনার বাচ্চাকে খাওয়াইছেন তখন কি এরকম কখনো হয়েছে ঔষধটা খাওয়ানোর পরে বাচ্চার অসুখ ভাল হয়েগেছে বা ভাল হয়নি এরকম কিছু? কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে খাওয়াতে গিয়ে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: এই যে ফাইমক্সিল সেটাও আমরা বলছি দামী ঔষধ, ওই যে বলতেছি এন্টিবায়োটিক ঔষধ। আর ফাইমক্সিল হলো এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এই ফাইমক্সিল কিভাবে খাওয়াতে হয়?

উত্তরদাতা: খাওয়াতে হয় মনে করেন ওটা ফাক্ষি থাকে, গরম জল করে ঠান্ডা করা লাগে

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: মনে করেন ১২ চামচ জল দেয়া লাগে

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: জল দিয়ে সেটা ভাল করে মিক্সার করা লাগে, তারপরে এক চামচ করে খাওয়ানো লাগে।

প্রশ্নকর্তা: ও। বয়সের তুলনায় কি চামচের পার্থক্য আছে? বা এক চামচ দিবেন এত বয়স হলে বা দুই চামচ দিবেন এত বয়স হলে– এরকম?

উত্তরদাতা: ওই তো দুই চামচ দেয়া লাগে, আর ছোট থাকলে আধা চামচ দেয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। এটা তো খুব ভাল আপনার ঔষধের নামও মনে আছে আপনার বাচ্চাকে কি খাওয়াইছিলেন। একটাই তো বাচ্চা না আপনার?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: এই ধরণের ফাইমোক্সিল খাওয়াতে গিয়ে কখনো কি মনে হয়েছে দুই দিন খাওয়ালাম ভাল হয়ে গেছে আর খাওয়ানোর দরকার নেই– এরকম মনে হয়েছিলো?

উত্তরদাতা: না, বাচ্চা-পোলা। ওরে খাওয়ানো যদি বাদ দিই আবার পরে যদি ওই অসুখটা হলে পরে আবার বেশি টাকা লাগবো। লাগবে না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: তারপরে আবার মনে করেন ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া লাগবে। তারপরে কি ডাক্তার বলে দিতো ৭ দিন খাওয়াবেন। আমি ৭ দিনই খাওয়াতাম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। পরে কি এরকম হইছে যে ফাইমক্সিল ঔষধটা রেখে দিয়েছেন আবার বাড়িতে পরে অসুস্থ হলে বাচ্চা অসুস্থ হলে বা পাশের বাড়ির কোন বাচ্চা থাকলে...

উত্তরদাতা: হু, রাখা যায়, ফাক্ষিটা রাখা যায়, গলানোটা, মনে করেন গলাইলাম এটা রাখা যায় না।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা। গলানোটা রাখা যায় না।

উত্তরদাতা: না, এটা নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ফাক্ষিটা কতদিন রাখতে পারেন?

উত্তরদাতা: ফাক্ষিটা মনে করেন রাখা যায় ৫-৬ মাস রাখা যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এরকম কখনো হয়েছে ফাক্ষিটা কখনো রেখে দিয়েছেন, রেখে দিয়ে পাশের বাড়ির এরকম একজনে অসুস্থ হয়েছে ওকেও একটু ভাগ দিলেন বা আপনার নাই তখন আপনি কারো কাছ থেকে নিয়ে আসছেন? এরকম কি আপনারা করেন কিনা?

উত্তরদাতা: না, এরকম কেউ নেয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনিও নিয়ে আছেন নাই, না?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: তো এরকম এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো মানে এরকম এন্টিবায়োটিক ঔষধ কি রাখা আছে? বর্তমানে?

উত্তরদাতা: না, কোন ঔষধ রাখা নেই।

প্রশ্নকর্তা: ও। এরকম কোন অসুখ হলে খাওয়াবো এরকম করে তুলে রাখেন নাই?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: তো ধরেন বাচ্চাদের জন্য ফাইমক্সিল বা এটা লাগে, তো বড়দের জন্য– আপনার শাশুড়ির জন্য বা আপনার ভাসুরের জন্য বা আপনার নিজের জন্য বা ভাইয়ের জন্য– এরকম কি কখনো মানে ভাইয়ের জন্য তো বললেন ২-৩ বছর আগে খাওয়াইছিলেন টাইফয়েদের জন্য এবং ওখানেও পাওয়ারের ঔষধ ছিলো। তো এরকম আপনার শাশুড়ি বা ভাসুরের জন্য এরকম খাওয়ানো হয়েছিলো?

----------৩৫:১০ মিনিট

উত্তরদাতা: আমার শ্বাশুড়ি ট্যাবলেটই খায় না।

প্রশ্নকর্তা: খায় না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে অসুস্থ হলে তিনি কি করেন?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হলেও ঔষধ খায় না।

প্রশ্নকর্তা: ঔষধ খায় না কি কবিরাজি করান নাকি?

উত্তরদাতা: মনে করেন তাড়া দিতে দিতে খাওয়ানো লাগে। মনে করেন জ্বর-টর আসলে ঔষধ খেতে চাই না, ঔষধ খেতে পারে না, বমি করে।

প্রশ্নকর্তা: ও

উত্তরদাতা: মনে করেন তাও জ্বর নিয়ে শুয়ে থাকবে তাও ঔষধ খাবে না। তখন বকা দিয়ে খাওয়ানো লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সবই আপনার করা লাগে এগুলো?

উত্তরদাতা: হু। মনে করেন খায়লেও মনে করেন তাও একটাই খাবে আর খাবে না।

প্রশ্নকর্তা: ও, আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আবার মনে করেন এই যে আমার শাশুড়ির ব্যথা আছে কোনদিনও ঔষধ আনে না, খালি ইনজেকশন দেয়।

প্রশ্নকর্তা: কিসের ইনজেকশন এটা?

উত্তরদাতা: বিষের ইনজেকশন।

প্রশ্নকর্তা: এটা কে দেয়?

উত্তরদাতা: ডা:৩ ই দেয়।

প্রশ্নকর্তা: ডা:৩। তাহলে আপনারা সব যা যা ঔষধ লাগে সব ওই ডা:৩'র কাছেই যান?

উত্তরদাতা: হু, ডা:৩'র কাছে যায়।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন জরুরী ঔষধ লাগতেছে তখন কি করে?

উত্তরদাতা: মনে করেন জরুরী ঔষধ লাগলে মনে করেন এমনি বাইরে থেকে আনি। মানে এই জায়গায় একটা আছে, এখান থেকে আনি মনে করেন পাশের গ্রাম থকে আনি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: না হলে মনে করেন এই যে এই বাজার থেকে আনি– এরকম করি। তাও যদি না ছাড়ে তাহলে ডা:৩'র থেকে আনি। ডা:৩কে বলি যে এমন এমন ঔষধ খাওয়াইছি কিন্তু ছাড়ে নাই। পরে ডা:৩ আবার অন্যরকম ঔষধ দিয়ে দেয়– এগুলো খেয়ে ছাড়ে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। তো এরকম কখনো মনে হয়েছে ঔষধের এই যে মেয়াদ থাকে এই মেয়াদ সর্ম্পকে একটু বলেন তো? ঔষধের মেয়াদ থাকে না চলে যায় এরকম বলে, না? একটু আগে আপনি বলেছেন ঔষধের মেয়াদ থাকে না– এই বিষয়টা নিয়ে একটু বলেন?

উত্তরদাতা: কি?

প্রশ্নকর্তা: মানে ঔষধের মেয়াদ থাকলে কি খাওয়া যায় নাকি না থাকলেও খাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: না, ঔষধের মেয়াদ থাকলে খাওয়া যায়, ঔষধের মেয়াদ না থাকলে খাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তা: কেন খাওয়া যায় না?

উত্তরদাতা: নষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: মানে মেয়াদ নাই এটা কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা: এটা লেখা থাকে ঔষধের মধ্যে।

প্রশ্নকর্তা: সব ঔষধে লেখা থাকে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তো এগুলো মেয়াদ চলে গেলে আর খাওয়ান না। কেন খাওয়ান না?

উত্তরদাতা: ওটা খাওয়ালে কাজে লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: কাজে লাগে না?

উত্তরদাতা: না। জ্বর ছাড়ে না। তাহলে ওটা খাওয়াবো কেন, ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা: তো এরকম কখনো মনে হয়েছে, যে ফাইমক্সিল ধরণের, সেটা তো একটা এন্টিবায়োটিক, এই ফাইমক্সিল ধরণের ঔষধগুলো খেলে শরীরে মধ্যে কোন ধরণের সমস্যা দেখা দেয়?

উত্তরদাতা: না, দেখা দেয় না।

প্রশ্নকর্তা: দেখা দেয় না। কোন ধরণের ক্ষতি হয়?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: ক্ষতিও হয় না? তো এই যে ঔষধ ফাইমক্সিল, এটা তো ছোট বাচ্চাদের বলেছেন। এই ফাইমক্সিল বা দামী ঔষধ যেগুলো এগুলোর মধ্যেটা আপনার বেশি ভাল লাগে? যেটা খেলে আপনার ভাল লাগে, ওটাকে প্রাধান্য দেন বেশি? বা ডাক্তারকেই হয়তো বলেন এই এই ঔষধটা দেন– এভাবে?

উত্তরদাতা: ঔষধ যেটা খেলে ভাল লাগবে সেটাই চাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: যেটা খেলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবো, সেটাই চাই আমরা। দাদাকে বলি, দাদা যেটা খেলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবো সেটাই দেন। পরে দাদাই ইয়ে করে দেয়, ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এটা কেন বলেন তাড়াতাড়ি ভাল হওয়ার জন্য কেন ঔষধ চান?

উত্তরদাতা: মনে কর ভাল হওয়ার জন্য ঔষধ চাই কেন, মনে করেন বাড়িতে একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে তার কাজ করা হয় না, রান্না করে খাওয়া লাগে। গরু আছে, গরু নিয়ে যাওয়া লাগে, গরুর ঘাস কাটা লাগে, নিজেই সবকিছু করা লাগে। আমার শ্বাশুড়ি থাকে না বাড়িতে, আর মনে করেন আমার স্বামী যদি বাড়িতে থাকে, আমাকে তো সপ্তাহে কিস্তি দেওয়া লাগে, বাজার করা লাগে, এগুলোর টাকা কোথা থেকে পাবো আমি?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: তারজন্য আরকি।

প্রশ্নকর্তা: এজন্য তাড়াতাড়ি সুস্থ হইতে চান?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: যতদ্রুত সম্ভব?

উত্তরদাতা: তাড়াতাড়ি সুস্থ হলে মনে করেন তাড়াতাড়ি কাজেও যেতে পারি, টাকা আনতে পারি,

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: আর যদি কাজে না যেতে পারি আর এক সপ্তাহ পরে কাজে না যেতে পারি তাহলে আমাকে পাড়ায় পাড়ায় দৌঁড়ানো লাগে টাকার জন্য, কেউ থাকতেও দেয় না।

প্রশ্নকর্তা: ও, আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে তো অনেক অসুবিধা? অসুস্থ হলে বা ঔষধ ঠিকমত কাজে না লাগলে। আচ্ছা, তো এই ধরণের, গরু তো পালতেছেন, মুরগীও পালতেছেন, হ্যাঁ?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: এই গরুরও তো মানুষের মত অসুস্থটা থাকে, মুরগীরও থাকে, হ্যাঁ?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: এরকম এখন কি আপনার গরু বা মুরগীগুলো কি ভাল আছে?

----------৪০:০০ মিনিট

উত্তরদাতা: হু, এখন আমার গরু-মুরগীগুলো এখন ভাল আছে। আর গরু এটা বেশি দিন হলো না তো কিনেছি, কিনছি এক মাস হলো।

প্রশ্নকর্তা: এক মাস হলো। এর আগে গরু পালেন নাই?

উত্তরদাতা: এর আগে গরু পালছি মনে করেন গরু ছিলো, পালের গরুই ছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, পালের গরু।

উত্তরদাতা: কুত্তায় কামড় দিয়েছিলো। আগে তো জানি না,

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: কুত্তায় কামড় দিয়েছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: পরে গরুটা পাগল হইছে। পরে কসায়ের কাছে বিক্রি করেছি।

প্রশ্নকর্তা: যখন গরুর সমস্যা হচ্ছিলো, তখন কি করেছেন?

উত্তরদাতা: তখন ডাক্তার আনছি তিন-চার বার।

প্রশ্নকর্তা: কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতা: মনে করেন এই যে পশু ডাক্তার।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আনছিলাম, পশু ডাক্তার দেখায়ছি, পশু ডাক্তার পরে বলছিলো যে গরুর তাপ নাই, ইয়ে নাই, তাপ আনার জন্য মনে করেন অগুন ধরায় দিয়েছি, তেল দিয়েছি, তারপরেও ছাড়ে নাই মনে করেন ডাক্তারকে ফোন দিয়েছি। ডাক্তার আসছে, এখানে এসে ঔষধ দিয়েছে, ইনজেকশন দিয়েছে, এগুলো খাওয়াইছি তারপরেও কমে নাই। পরে ডাক্তার শেষে বলছে, বিক্রি করে দাও।

প্রশ্নকর্তা: ও, আচ্ছা আচ্ছা। তখনই বিক্রি করে দিয়েছেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: কি রোগ হয়েছিলো সেটা আর বলতে পারে নাই?

উত্তরদাতা: না, ওই ঔষধের কোন কাজই করে নাই।

প্রশ্নকর্তা: ঔষধ কত টাকার খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা: ঔষধ মনে করেন, ডাক্তার আসলেই মনে করেন পাচঁ থেকে ছয়শ টাকার ঔষধ দিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: মনে করেন সপ্তাহে দুই-তিন বার আসলে মনে করেন সাত'শ থেকে আট'শ করে ভিজিট নিয়ে যায়, তো এখন দেখেন সপ্তাহে কত টাকা করে আসে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ।

উত্তরদাতা: অনেক টাকা আছে। মনে করেন সপ্তাহে দুই বার-তিন বার করে আসছিলো। তিনবার আসছিলো।

প্রশ্নকর্তা: তিনবার?

উত্তরদাতা: হু। তারপরেও মনে করেন ছাড়ে নাই। পরে ডাক্তারে ফোন করেছি সে বলেছে গরুটা বিক্রি কওে দেন, এই গরুটা আর কাজে দিবে না।

প্রশ্নকর্তা: ও, তাহলে সপ্তাহে যদি দুই-তিনবার এসে থাকে, তাহলে তো অনেক টাকা খরচ করেছেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু সে তুলনায় কাজ কি হয়নি?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: আপনার তখন কেমন লাগছে? মানে টাকা যে এর পিছনে অনেক খরচ করলাম, এটা চিন্তা করে নিজের কেমন লাগছিলো?

উত্তরদাতা: এখন কেমন লাগবে মনে করেন একটা জিনিষ ক্ষতি হলে মনে করেন নিজের কেমন লাগে। আজকে কথার কথা যদি আপনার মা বা ভাই মরলো তখন আপনার খুব খারাপ লাগে না?

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ, অবশ্যই।

উত্তরদাতা: আর সেটা নিজের গরু আমার তখন খারাপ লাগছে। যে এত টাকা খরচ করলাম তাও অসুখ ছাড়লো না, বা মরে গেলো। সেটা খারাপ লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, মারা গেছিলো একবারে?

উত্তরদাতা: না মরে নাই।

প্রশ্নকর্তা: মরার আগেই বিক্রি করে দিয়েছেন?

উত্তরদাতা: হু, মরার আগেই বিক্রি করেদিয়েছি। মনে করেন, সে দাঁড়াতেই পারে নাই, খায়তে পারে নাই, মাথা নিচু করতে পারে নাই, সব সময় উঁচু করে রেখেছে মাথা।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: খায়তে পারে নাই। মনে করেন, একজন মানুষ খেতে না পেলে এমনিই অসুস্থ হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: যদি না খেতে পারে, সে তো আরো অসুস্থ হবে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: এরকম হইছিলো আমার গরুর।

প্রশ্নকর্তা: দুর্বল হয়ে যাবে তো।

উত্তরদাতা: হু। মনে করেন একবারে মাটিতে পরে যেতো সে আর উঠতে পারতো না।

প্রশ্নকর্তা: হু। বাড়িতে কি গরুর জন্য কোন এন্টিবায়োটিক রাখা আছে?

উত্তরদাতা: না। গরু আনছি মনে করেন এক মাস হলো। এখন এই গরুর তো আর কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্নকর্তা: সমস্যা নেই না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ধরেন ওই আগে যখন ঔষধ খাওয়াইছিলেন তখন এক সপ্তাহে তিনবার এসে ঔষধ দিয়ে গেছিলো কি কি ঔষধ দিয়েছিলো? একটা তো বললেন ইনজেকশন দিয়েছিলো, এছাড়া?

উত্তরদাতা: মনে করেন তাপের জন্য এগুলো দিয়ে গেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: কি কি মানে কত ধরণের ঔষধ দিয়েছিলো?

উত্তরদাতা: (বাচ্চার সাথে কথা)

প্রশ্নকর্তা: কি কি ধরণের ঔষধ দিয়েছিলো?

উত্তরদাতা: মনে করেন তিন-চার ধরণের ঔষধ দিয়েছিলো। মনে কর, জল দিয়ে খাওয়ানো লাগতো, স্যালাইনের মত করে, আবার ট্যাবলেট দিয়েগেছে তিন-চারটা করে।

প্রশ্নকর্তা: ট্যাবলেট কিভাবে খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা: মনে করেন পাতা দিয়ে খাওয়াইতাম, আর গলা দিয়ে ইয়ে করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ওখানে কি এন্টিবায়োটিক বা দামী বা পাওয়ারের ঔষধও ছিলো? ওগুলোর মধ্যে?

উত্তরদাতা: হু, ছিলো।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আপনি বলতেছেন ওগুলো ঠিকমত কাজ করে নাই?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কি কখনো মনে হয়েছে ঔষধ দিয়ে এরকম পাওয়ারের ঔষধ দিলে, পশুর কোন ক্ষতি হতে পারে? প্রাণীগুলোর?

উত্তরদাতা: না তেমন কিছু হয় নাই। তখন মনে করেন আমার সন্দেহ হয়েছে এত টাকার ঔষধ খাওয়ালাম আর আজ পর্যন্ত ভাল হলো না, তাহলে কি হয়েছে? তারপরে মনে করেন গরুর নাক-মুখ ফেপরা বের হইছে।

----------৪৫:০৯ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: হু, ফেপরা বলতে ফেনা?

উত্তরদাতা: হু। আর গরু তার সামনের পা খালি কুত্তার মত আছড়াইছে। তখন মানুষ বলছে তো গরুর কিছু হয়নি কুত্তায় কামড় দিয়েছে। মনে করেন আমার এখন এই রোগ হলো আর যদি অন্য রোগের ঔষধ দেয় তাহলে তো আমার কাজ হলো না।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতা: আর ডাক্তার তো মনে করেন অন্য রোগের ঔষধ দিয়ে গেছে আর ডাক্তার তো বুঝে নাই যে কুত্তায় কামড় দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: মনে করেন সে অন্য রোগের ঔষধ দিয়ে গেছে সেটা কোন কাজেই আসে নাই।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে ভুল ঔষধ দেয়া হয়েছে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: এই ঔষধের তো মেয়াদ থাকে তো গরুর ঔষধেরও তো মেয়াদ থাকে?

উত্তরদাতা: গরুর ঔষধের মেয়াদ থাকে।

প্রশ্নকর্তা: হু?

উত্তরদাতা: গরুর ঔষধেরও তো কিছু কিছু তে মেয়াদ থাকে আর কিছু কিছুতে থাকে না। মনে করেন যেগুলো দিয়ে গেছিলো ওগুলো সবগুলো খাওয়াইছিলাম এবং মেয়াদ ছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তারপরেও কাজ হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: এই যে মুরগী আছে মুরগীরও কি ঔষধ খাওয়ানো লাগছিলো?

উত্তরদাতা: মুরগীর মনে করেন এই মানুষের নাপা খাওয়ালে ছেড়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: তাই? মানুষের নাপা? আমরা যে নাপাগুলো খায় ওগুলো?

উত্তরদাতা: হু হু। নাপা কট্টিম আছে, না?

প্রশ্নকর্তা: নাপা কট্রিম?

উত্তরদাতা: হু, নাপা কট্রিম ট্যাবলেট। এগুলো খাওয়ালেও মনে করেন ড্রপ দেয়, এই ড্রপ খাওয়ালেও ছাড়ে।

প্রশ্নকর্তা: হু, এগুলো কে দেয়?

উত্তরদাতা: ডাক্তার। ডাক্তার থেকে আনা লাগে।

প্রশ্নকর্তা: পশু ডাক্তার নাকি অন্য ডাক্তার?

উত্তরদাতা: মনে করেন সব ডাক্তারের কাছেই পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে কি ডা:৩'র কাছে কি পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: ডা:৩'র কাছে পাওয়া যায় কিনা জানি না, ডা:৩'র কাছে তো যায়নি কখনো মুরগীর ঔষধের জন্য।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মুরগীর ঔষধের জন্য তাহলে কোথায় যান?

উত্তরদাতা: মনে করেন এই যে জ্বরের ট্যাবলেট বাড়িতে এনে রাখি, বাড়িতে দুই-একটা এনে রাখি যদি জ্বর আসে সেজন্য আর তখন যদি মুরগীর অসুখ হয় তখন সেটা গলিয়ে জল দিয়ে খাওয়ায় দিই না হলে ভাত দিয়ে খাওয়ায় দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তখন কি ভাল হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: হু, ভাল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: তো এই যে মুরগীকে যে জ্বরের ঔষধ খাওয়াইতেছেন, ঔষধ খাওয়াইতেছেন – এটা কি বলেছে এভাবে খাওয়াতে?

উত্তরদাতা: অনেক মানুষই তো বলে এই ট্যাবলেট খাওয়ালে তো ছেড়ে যায়, আমরা খাওয়ায় দেখেছি সত্যিই ছাড়ে।

প্রশ্নকর্তা: তাই? সত্যি সত্যি ছেড়ে যায়?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আমিও তো জানতাম না মুরগীকে নাপা খাওয়ানো যায়।

উত্তরদাতা: খাওয়ালে তো ছাড়ে, একটাকে তো খাওয়াইছি আর ছাড়ছে, এই যে এটাকে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তা: ও, তারমানে কি মুরগীরও জ্বর হয়?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনি কেন খাওয়াইছিলেন? কি সমস্যা হয়েছিলো?

উত্তরদাতা: ঠান্ডা লাগছিলো।

প্রশ্নকর্তা: ঠান্ডা লাগছিলো। সেটা কিভাবে বুঝলেন ঠান্ডা লাগছিলো?

উত্তরদাতা: মানুষের যেমন ঠান্ডা লাগলে মাথা ব্যথা করে, নাক দিয়ে পানি পরে,

প্রশ্নকর্তা: হু?

উত্তরদাতা: মনে করেন এগুলোরও এরকম হইছিলো, আর গলায় গরগর শব্দ করছে।

প্রশ্নকর্তা: ও, আচ্ছা আচ্ছা। তখন আপনি ঔষধ খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: শুধু কি নাপা খাওয়াইছেন নাকি আরো অন্য কিছু খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা: নাপা খাওয়াইছিলাম আর মনে করেন এমনি ঔষধ ড্রপ খাওয়াইছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: ড্রপের নাম জানেন?

উত্তরদাতা: না। ড্রপের নাম কি জেন শারমিন? (পাশে এক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে, তিনি উত্তর দিয়েছেন: জানি না) ড্রপের নাম জানি না।

প্রশ্নকর্তা: জানেন না।

উত্তরদাতা: খেয়াল করি নি ভাল করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। সেটা কতদিন খাওয়ানো লাগে?

উত্তরদাতা: কয়দিন খাওয়ানো লাগবে? মনে করেন দুই দিন খাওয়াইছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: ও, আর নাপা কতদিন খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতা: নাপা একটা দুই দিন খাওয়াইছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: একটাকে দুইভাগ করে দুইদিন খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে আপনার নিজের চিকিৎসায় তো ভাল মনে হচ্ছে মুরতীর জন্য? খাওয়াইছেন আর সে সুস্থও হয়ে গেছে। আর এখনো তো ভাল আছে?

উত্তরদাতা: হু, ভালই আছে।

প্রশ্নকর্তা: এটা কতদিন আগে হবে? খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতা: এই তো তিন-চারতিন হবে।

প্রশ্নকর্তা: তিন-চার দিন আগে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: ও, আর আপনার গরুকে যে বিক্রি করেছেন, যেটা অসুস্থ হয়েছিলো, ডাক্তার দেখানো লাগছে এটা কত দিন আগে হবে?

উত্তরদাতা: কতদিন হবে, সাত-আট মাস হবে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে তো বেশি দেরি হলো না।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আমি তো মনে করলাম আগের।

উত্তরদাতা: না, সাত-আট মাস হবে।

প্রশ্নকর্তা: সাত-আট মাস আগে করেছিলেন আর এখন এই গরুটা কিনেছেন এক মাস আগে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে দিদি এইরকম এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স বা এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিসটেন্সের নাম শুনেছেন?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: শুনেন নাই। মানে কখনো কি কেউ বলেছে বা এরকম কিছু হয়েছে? এন্টিবায়োটিক ঔষধটা যেটাকে আমরা বলছি এন্টিবায়োটিক ঔষধ। ওই পাওয়ারের ঔষধের রেজিসটেন্স বা প্রতিরোধ এরকম কিছু শুনেছেন কিনা?

উত্তরদাতা: না শুনি নাই।

----------৫০:০০ মিনিট

প্রশ্নকর্তা: কি ধরণের সমস্যা হলে মানুষের শরীরের এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয় বা পশুর শরীরে? ? এবিষয়ে কিছু জানেন কিনা?

উত্তরদাতা: না, এরকম কিছু জানি না।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন যে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে গেছে নিজের বা কারোর হইতে পারে। বা পরিবারের কারোর হইতে পারে বা আপনার গরুরও হইতে পারে– এরকম?

উত্তরদাতা: না এরকম কখনো ভাবি নাই।

প্রশ্নকর্তা: যদি এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে গেলো গরুর বা মানুষের শরীরে তাহলে কি করবেন? সবার আগে কি করতে পারেন?

উত্তরদাতা: সবার আগে কি করবো, মনে করেন ডাক্তার ছাড়া তো আমাদের কোন গতি নেই। ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবে, ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া লাগবে, আর ডাক্তার যা বলবে তাই শোনা লাগবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা, কোন ধরণের ডাক্তারের কাছে যাবেন তখন?

উত্তরদাতা: এখন এই জায়গায় আছে,আমাদের মির্জাপুর হাসপাতাল আছে সেখানে যাওয়া লাগবে,

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবে এবং শোনা লাগবে, পরীক্ষা করা লাগবে। আর পরীক্ষা করে যদি রিপোর্টে কিছু আছে তাহলে ডাক্তার বলে দিবে কি করা লাগবে বা এই এই চিকিৎসা কর বলবে। তাহলে আমরা মির্জাপুরে চিকিৎসা করবো।

প্রশ্নকর্তা: তো এই এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স, এই সমস্যা যেন না হয়, এর থেকে দূরে থাকার জন্য কি করা লাগবে? বা কি করা উচিত?

উত্তরদাতা: পরিষ্কার থাকা লাগবে, নিজের সবকিছু পরিষ্কার রাখা লাগবে। তাতে অন্য রোগ হবে না।

প্রশ্নকর্তা: ও, পরিষ্কার থাকলে রোগ হবে না?

উত্তরদাতা: আমরা যদি চারদিকে আর্বজনা রেখে দিই তাহলে তো রোগ হবেই।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে, আপা আমি আপনার সাথে অনেক্ষনধরে কথা বললাম, অনেক ধন্যবাদ।

----------oooooo----------